বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র (৪র্থ খন্ড)/২০১১/ ১১৭

তারিখঃ ০৭ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২২ আগস্ট ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ ২১ ও ২২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিএসইসি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ

২১ ও ২২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দুর্বল কোম্পানির অনুমোদন দিয়ে 'অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের' অভিযোগে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

কোন দেশের পুঁজিবাজারের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির সরবরাহ নিশ্চিত করা। IPO সহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজিবাজার হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কমিশন নিজ উদ্যোগে যেমন কাউকে পুঁজিবাজার হতে অর্থ উত্তোলনের জন্য বাধ্য করে না। একই ভাবে কোন বিনিয়োগকারীকেও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করে না। আগ্রহী ইস্যুয়ার প্রতিষ্ঠানসমূহ ইস্যু ম্যানেজারের সহায়তায় পাবলিক ইস্যুর (IPO) জন্য আবেদন করলে কমিশন প্রযোজ্য আইন অনুসারে সকল শর্ত পূরণ করেছে কিনা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করেছে কিনা এবং সকল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই করে। বিধি মোতাবেক সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষেই শুধুমাত্র পুঁজি উত্তোলনের অনুমোদন প্রদান করা হয়ে থাকে। ইস্যু অনুমোদনের ক্ষেত্রে কমিশন কোন মূল্য নির্ধারণ করে না এবং ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ এর ভবিষ্যত মূল্য কি হবে তার নিশ্চয়তাও প্রদান করে না। সারা বিশ্বের পুঁজিবাজারে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী কমিশন তথ্য প্রকাশ (Disclosure) এবং বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে ইস্যু অনুমোদন করে থাকে। চেয়ারম্যান একাকী কোন IPO অনুমোদন দেননা। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের মাধ্যমে চেয়ারম্যান এর কাছে সুপারিশ প্রেরণের পরে চেয়ারম্যান কমিশনে উপস্থাপনের নির্দেশনা দিলে কমিশন সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়া হয়। কোন কোম্পানীতে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকির কি সম্ভাবনা আছে তা যাছাই বাছাই করে বিনিয়োগকারীগণ যেন জেনে-বুঝে বিনিয়োগ করতে পারেন সে জন্য প্রসপেক্টাসে কোম্পানি এবং এর ব্যবসা সংক্রান্ত সকল তথ্য সন্নিবেশিত হয়। এ সকল তথ্য যথাযথ আছে কিনা তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ইস্যুয়ার, নিরীক্ষক, ইস্যু ম্যানেজার, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানীসহ বিভিন্ন পক্ষের। কোন দেশের কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থাই প্রসপেক্টাসে সন্নিবেশিত তথ্যের সঠিকতা নিরুপণ করে না। দাখিলকৃত কাগজপত্রের ভিত্তিতে প্রসপেক্টাসে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কমিশনের।

কমিশন ও এক্সচেঞ্জে IPO আবেদনের সাথে সাথেই কোম্পানীর ওয়েব সাইটে খসড়া প্রসপেক্টাস প্রকাশ করা হয়ে থাকে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। কোন IPO তে বিনিয়োগকারীদের আবেদন যদি ৬৫% এর কম হয়ে থাকে তবে IPO টি বাতিল হয়ে যায়। আর ৬৫% এর উপরে কিন্তু ১০০% এর নিচে হলে অবলেখক প্রতিষ্ঠানসমূহ অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করে। তবে, বিগত ১০ বছরের IPO র আবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তা ৭৮ গুণ (বা ৭৮০০%) পর্যন্ত অধিক হারে জমা

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.sec.gov.bd

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন IPO লেনদেন শুরুর সময় ইস্যু মূল্যের নিম্নে ছিল না, যেখানে অন্যান্য দেশে অনেক কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন শুরুর দিনেই ইস্যু মূল্যের নিচে নেমে যায়। Bombay Stock Exchange এ ২০১৭ সালে ২৩% কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন শুরুর দিনে ইস্যু মূল্যের নিচে ছিল, আর ২০১৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৬%। Alibaba, Face book, Uber সহ অন্যান্য অনেক স্বনামধন্য কোম্পানির ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত ১০ বছরে IPO র মাধ্যমে তালিকাভূক্ত ৮৮টি কোম্পানির মধ্যে ৯টির শেয়ারের বর্তমান বাজারদর অভিহিত মূল্যের নিম্নে, যা এই সময়ে মোট ইস্যুর মাত্র ১০%, যেখানে আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে এর পরিমাণ ৬১%। পরবর্তীতে Secondary Market এ কোন শেয়ারের দর কি হবে তা নির্ধারিত হয় যোগান এবং চাহিদার ভিত্তিতে। কমিশনের এ ক্ষেত্রে কিছুই করনীয় নেই। নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কমিশনের কাজ বাজারে অনিয়ম বা কারসাজি হলে তা শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা নিয়মিত ভাবে করা হচ্ছে। কমিশমনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং কর্মচারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ বা লেনদেন নিষিদ্ধ থাকায় চেয়ারম্যান বা তার পরিবারের সদস্যদের নামে কোন বিও হিসাব নেই এবং তালিকাভূক্ত বা অ-তালিকাভূক্ত কোন কোম্পানিতে কোন ধরণের বিনিয়োগ নেই। কোম্পানিসমূহ IPO র মাধ্যমে যে অর্থ উত্তোলন করে থাকে তার প্রতিটি টাকা কোন খাতে ব্যয় হবে তা প্রসপেক্টাসে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং পরিবর্তিতে উক্ত অর্থ ব্যবহারের প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হয়। কাজেই IPO র অর্থ আত্মসাৎ বা লুটপাটের অভিযোগের কোনই ভিত্তি নেই।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের পুঁজিবাজার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। কমিশনের কোন চেয়ারম্যান, কমিশনার বা কোন কর্মকতা-কর্মচারী অর্থ বা কোন সুবিধার ভিত্তিতে কোন কাজ করেছে এ ধরনের কোন অভিযোগ কখনই উত্থাপিত হয় নাই। কারো এরুপ কোন অভিযোগ কমিশনে দাখিল করলে কমিশন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ড. এম. খায়রুল হোসেন একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে কমিশন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ব জুড়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহকে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের এক বা একাধিক সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন ভিত্তিহীন অভিযোগ করলেই তা প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া যায় না। আর এ ধরনের কল্পিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বহুল প্রচারিত পত্রিকাসমূহে ফলাও করে প্রচার এবং পদত্যাগের দাবী উত্থাপন একদিকে যেমন অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক, একই সাথে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চরম ব্যত্যয়। কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মহল থেকে এ জাতীয় সংবেদনশীল বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করে।

22/06/2019

মো: সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.sec.gov.bd